গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.২২.০০৩.১৭.৪৬২

তারিখঃ ২৩ ভাদ্র ১৪২৪ / ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

বিষয় : **'যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ নীতিমালা ২০১৭(প্রস্তাবিত)' এর ওপর সর্বসাধারণের মতামত।**

"যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের নীতিমালা ২০১৭(প্রস্তাবিত)" তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। উক্ত প্রস্তাবিত নীতিমালার ওপর মতামত **আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭** তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে লিখিত/ই-মেইলের মাধ্যমে (নিকস ফন্টে) প্রেরণের জন্য সর্বসাধারণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ই-মেইল এর ঠিকানা: sas.film@moi.gov.bd

সংযুক্তি: "যৌথ পযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের নীতিমালা ২০১৭(প্রস্তাবিত)"

৭.০৯.২০১৭
(শাহীন আরা বেগম, পিএএ)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৪০৪৬৩
E-mail : sas.film@moi.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(নীতিমালাটি এই বিজ্ঞপ্তিসহ ওয়েবসাইটে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের নীতিমালা-২০১৭(প্রস্তাবিত)

ক. পটভূমিঃ

স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। সেসময় 'ধীরে বহে মেঘনা' 'পালঙ্ক' এর মতো চলচ্চিত্র নির্মিত হয় যৌথ প্রযোজনার আওতায়। সেসময় যৌথ প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ নিয়ম-নীতি না থাকলেও পারস্পারিক সৌহার্দ, সমঝোতা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরি হয়েছিল 'পালঙ্ক'। সে প্রয়াসের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল উভয় দেশের ভ্রাতৃপ্রতীম সম্পর্ক, স্ব স্ব দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক বাস্তবতা এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মূল্যবোধ। পরবর্তীতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির আওতায় যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিস্তৃত হয় যৌথ এ প্রয়াসের ক্ষেত্র ও পরিধি। শিল্প, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতা সময়ের ধারাবাহিকতায় বিকাশমান, গতিশীল এবং বহুমাত্রিকতায় পরিবর্তনশীল। চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। এ মাধ্যমের বিকাশ এবং সমৃদ্ধি অর্জনসহ ব্যয়বহুল এ শিল্প মাধ্যমে যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সময়ের প্রয়োজন ও বাস্তবতার নিরিখে এ নীতিমালা কয়েক দফা পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিস্তৃত হয়েছে যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রের উপাদান ও আঙ্গিক। চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি এবং অগ্রসর ভাবনা। যৌথ প্রযোজনার চলমান প্রয়াসকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির সাথে আরো বেশী সঙ্গতিপূর্ণ করতে এবং যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ যাতে কেবল অর্থলগ্নী ও লগ্নীকৃত অর্থ থেকে ব্যবসায়ীক লাভ অর্জনের মাধ্যমে পরিণত না হয়, এসব বিষয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতিমালা যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা থেকে 'যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নীতিমালা-২০১৭' প্রণয়ন করা হলো।

খ. যৌথ প্রযোজনার উদ্দেশ্যঃ

(০১) বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে উন্নতমানের চলচ্চিত্র উৎপাদনের জন্য কারিগরি বিশেষ দক্ষতা অর্জন, চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন এবং দেশের বাইরে চলচ্চিত্রের বাজার সম্প্রসারণ যৌথ প্রযোজনার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে পরিগণিত হবে।

(০২) যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্রে আবহমান বাংলা, বাঙালি সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সুষ্ঠু প্রতিফলন থাকতে হবে। যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র বাঙালির পারিবারিক জীবন ও মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাস এর সাথে সরাসরি কিংবা প্রতিকী অর্থে সাংঘর্ষিক হবে না। চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুতে এমন দৃশ্য, কাহিনি ও বৈশিষ্ট অন্তর্ভূক্ত হবেনা যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় এবং বাঙালির প্রচলিত মূল্যবোধকে আঘাত করে, বিঘ্নিত হয় জনগনের সম্মান এবং প্রকাশ পায় অসৌজন্যমূলক আচরণ। বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনাকারীগণ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশের ও জনগনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শৈল্পিক ভাবমূর্তি উজ্জলতর করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাবেন। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনরুচির উন্নয়ন সাধন করবেন।

গ. যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য আবেদন দাখিল ও অনুমোদন প্রক্রিয়াঃ

(০১) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের আবেদন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর পেশ করতে হবে।

(০২) আবেদনপত্রের সাথে যৌথ প্রযোজনার জন্য সম্পাদিত চুক্তিপত্রের নোটারাইজড কপি, পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য, চলচ্চিত্রটির নির্মাণ পরিকল্পনা, লোকেশন বর্ণনা, প্রি-প্রোডাকশন ও পোস্ট প্রডাকশন কার্যক্রমের সিডিউলসহ শুটিং সিডিউল, বিস্তারিত বাজেট, বিনিয়োগের পরিমান এবং পরিচালক, শিল্পী ও অন্যান্য কলাকুলশীর নামের তালিকা (দেশের নাম, এনআইডি/পাসপোর্ট নম্বরসহ) সংযুক্ত করতে হবে।

(০৩) আবেদনপত্রের সাথে চলচ্চিত্রটির পরিচালক, অভিনয়শিল্পী এবং মূখ্য কারিগরি কুশলী ও কর্মীদের সম্মতিপত্র এবং তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র জমা দিতে হবে।

(০৪) যৌথ প্রয়োজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য বাংলাদেশী প্রযোজক কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি গ্রহণের পাশাপাশি যে বা যেসব দেশের প্রযোজক সংশ্লিষ্ট প্রযোজনায় অংশীদার হবেন, সেসব প্রযোজকদের সংশ্লিষ্ট দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি/ছাড়পত্র/এনডোর্সমেন্ট (যে ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য) গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদিত চলচ্চিত্র নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে বাংলাদেশী প্রযোজক বিদেশী প্রযোজককে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট দেশের অনুমতি/ছাড়পত্র/এনডোর্সমেন্ট বাংলাদেশের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করবেন। বিদেশী সরকার/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদত্ত উক্ত অনুমতি/ছাড়পত্র/এনডোর্সমেন্ট সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কুটনৈতিক মিশন দ্বারা সত্যায়িত হতে হবে।

(০৫) যৌথ প্রযোজনার চুড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার পর শিল্পী-কুশলীর যে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তথ্য মন্ত্রণালয় হতে তার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। বাছাই কমিটির মতামত সাপেক্ষে, মন্ত্রণালয় এ বিশেষ অনুমতি প্রদান করবে।

(০৬) যৌথ প্রযোজনায় নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য পরীক্ষা ও পর্যালোচনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পরীক্ষাপূর্বক চলচ্চিত্রটি নির্মাণের অনুমোদন প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ/মতামত প্রদান এবং নির্মাণ শেষে নির্মিত চলচ্চিত্র দেখে প্রদর্শনের নিমিত্ত চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে দাখিলের ছাড়পত্র প্রদানের জন্য বিএফডিসিতে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হবে :

০১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএফডিসি	-	সভাপতি
০২. উপসচিব(চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
০৩. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৪. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৫. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৬. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৭. চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
০৮. পরিচালক (উৎপাদন), বিএফডিসি	-	সদস্যসচিব

(০৭) কমিটি প্রয়োজন মনে করলে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রযোজক অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধিকে বাছাই কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে বলতে পারাবেন। তিনি সভায় উপস্থিত হয়ে বাছাই কমিটিকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন। তবে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে পারবেন না।

(০৮) অনুমতি এবং প্রদর্শনীর ছাড়পত্রের জন্য বিবেচনাধীন চলচ্চিত্রের কোন পরিচালক, শিল্পী এবং কলাকুশলী বাছাই কমিটির সদস্য হয়ে থাকলে তিনি বা তারা সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র বিষয়ে অনুষ্ঠিত বাছাই কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

(০৯) যৌথ প্রযোজনায় নির্মাণের জন্য কোন প্রস্তাব পাওয়ার পর নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ, ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি পরিপন্থী কোন বিষয় আছে কি না এবং দাখিলকৃত প্রস্তাব এ নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা সেসব বিষয় পরীক্ষা করে প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ে সুপারিশ/মতামত প্রদানের জন্য বিএফডিসি কর্তৃপক্ষ তা এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ গ(০৬) অনুযায়ী গঠিত বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বর্ণিত কমিটি চিত্রনাট্য অনুমোদনের সুপারিশ করবে অথবা নাকচ করে বিএফিডিসিকে জানিয়ে দেবে। বিএফডিসি কর্তৃপক্ষ কমিটির

রিপোর্ট/মতামতসহ যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রস্তাব চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবাকারে প্রেরণ করবে।

(১০) বিএফডিসি'র প্রস্তাব বিবেচনা করে তথ্য মন্ত্রণালয় যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ে চূড়ান্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

(১১) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পর যে দেশের প্রযোজক/প্রযোজকদের সাথে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য চুক্তিপত্র করা হয়েছে, সেই দেশ বা দেশসমূহের সরকার অথবা সেসব দেশের সরকার/আইন/বিধি-বিধান দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র/ছাড়পত্র/এনডোর্সমেন্ট নিশ্চিত হওয়ার পর বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে বিএফডিসি যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র চিত্রায়নের অনুমতি প্রদান করবে।

(১২) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মিত হওয়ার পর অনুচ্ছেদ গ(০৬) অনুযায়ী গঠিত বাছাই কমিটি চলচ্চিত্রটি দেখবে এবং যৌথ প্রযোজনার শর্ত পূরণ হয়েছে কি না সে মর্মে প্রত্যয়ন প্রদান করবে। কমিটির বিবেচনায় অনুমোদিত চিত্রনাট্য অনুযায়ী ছবিটি নির্মিত না হয়ে থাকলে বা চলচ্চিত্রটি যৌথ প্রযোজনার শর্ত পূরণ না করলে কমিটি পর্যবেক্ষণ প্রদান করবে। এ কমিটির ইতিবাচক প্রত্যয়ন ব্যতীত কোনো চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা যাবে না বা প্রদর্শনের নিমিত্ত সেন্সর বোর্ডে জমা দেয়া যাবে না।

ঘ. আপীল ও আপীল কমিটিঃ

(০১) যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুমতি প্রদান ও নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যাপারে বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত/সুপারিশের ফলে সংক্ষুব্ধ প্রযোজক/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় এর কাছে সিদ্ধান্ত/সুপারিশ পুণর্বিবেচনার জন্য যথাযথ কারণ বর্ণনা করে আপীল আবেদন করতে পারবেন । এ আপীল আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ে একটি আপীল কমিটি গঠন করা হবে;

০১. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩. চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
০৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএফডিসি	সদস্যসচিব।

(০২) বিএফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছাড়া বাছাই কমিটির অন্য কোন সদস্য আপীল কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।

(০৩) অনুমতি এবং প্রদর্শনীর ছাড়পত্রের জন্য বিবেচনাধীন চলচ্চিত্রের কোন পরিচালক, শিল্পী এবং কলাকুশলী আপীল কমিটির সদস্য হয়ে থাকলে তিনি বা তারা সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র বিষয়ে অনুষ্ঠিত আপীল কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

(০৪) আপীল কমিটি প্রয়োজন মনে করলে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রযোজক অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধিকে আপীল কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে বলতে পারবে। তিনি সভায় উপস্থিত হয়ে বাছাই কমিটিকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন । তবে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে পারবেন না।

ঙ. অনুসরণীয় অন্যান্য শর্ত ও বিষয়াদিঃ

(০১) যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রের কাহিনি মৌলিক হতে হবে।

(০২) চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য নিয়োজিত পরিচালক, মুখ্য অভিনয় শিল্পী এবং কলাকুশলীর সংখ্যা, যৌথ প্রযোজকগণ যৌথ প্রযোজনা চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন। চলচ্চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আংশগ্রহণকারী দেশ সমূহের যৌথ চলচ্চিত্র পরিচালক নিয়োজনকে উৎসাহিত করা হবে। তবে সাধারণভাবে যৌথ চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রধান চরিত্রের অভিনয় শিল্পী এবং মুখ্য কারিগরি কর্মীসহ শিল্পী ও কলাকুশলী সমানুপাতিক হারে নিয়োজনের বিষয়টি ১০০% নিশ্চিত করতে হবে। কাহিনিকার, সংলাপ রচয়িতা, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, গায়ক-গায়িকা, সহকারি পরিচালক, নৃত্য পরিচালক, কোরিওগ্রাফার, চিত্রগ্রাহক, সম্পাদক, শিল্প নির্দেশক, বিশেষ দৃশ্য পরিচালক, ব্যবস্থাপকসহ চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কারিগরি কর্মী ও কলাকুশলী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

(০৩) বাস্তব কোন কারণ ও প্রয়োজনে শিল্পী ও কলাকুশলী সমানুপাতিক হারে নিয়োজন না করে কমবেশি করার আবশ্যকতা থাকলে যৌথ প্রযোজনার আবেদনপত্র জমা দেয়ার সময় যথাযথ যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে হবে। বাছাই কমিটির মতামত সাপেক্ষে মন্ত্রণালয় এ বিশেষ অনুমতি প্রদান করবে।

(০৪) যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রের শুটিংএর লোকেশনও সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে সমানুপাতিক হারে নির্ধারিত হবে। কাহিনি ও চিত্রনাট্যের প্রয়োজন এবং বাস্তব কোন কারণে শুটিংএর লোকেশন সমানুপাতিক হারে নির্ধারণ করা না গেলে আবেদনপত্র দাখিলের সময় যথাযথ যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে হবে। বাছাই কমিটির মতামত সাপেক্ষে মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে বিশেষ অনুমতি প্রদান করবে। কাহিনির প্রয়োজনে তৃতীয় কোন দেশ এবং দেশ সমূহেও যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র চিত্রায়ন করা যাবে।

(০৫) যৌথ প্রযোজনার চুড়ান্ত অনুমোদন ও চিত্রায়নের অনুমোদন পাওয়ার পূর্বে চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজ/স্যুটিং শুরু করা যাবে না।

(০৬) যৌথ প্রযোজনার কোন চলচ্চিত্র চিত্রায়নের অনুমতি পাওয়ার পর ন্যুনতম ৭৫(পঁচাত্তর) দিন অতিক্রান্ত না হলে উক্ত চলচ্চিত্র প্রিভিউর জন্য জমা দেয়া যাবেনা।

(০৭) যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র চিত্রায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের লোকেশনে চিত্রগ্রহনের কমপক্ষে ৭(সাত) দিন পূর্বে স্থান ও তারিখ উল্লেখ করে বাংলাদেশী প্রযোজকের পক্ষ থেকে বিএফডিসিকে অবহিত করতে হবে।

(০৮) যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়োজনে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও সামগ্রি বিদেশ থেকে আনয়ন করা যাবে। যৌথ প্রযোজনার অনুমতির আবেদনের সাথে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির তালিকা দাখিল করে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(০৯) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ক্যামেরা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি পুনঃরপ্তানির জন্য আমদানির ক্ষেত্রে "আমদানি নীতি আদেশ ২০০৯-২০১২" এর ১৩(২) অনুচ্ছেদের বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

(১০) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিদেশী নির্মাতাগণের সাথে ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা ও ফেরত নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সহজীকরণের বিষয়ে কেস টু কেস ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে: